R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকল্পনাকে ভাষা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৯০ সাল
১০ই আগষ্ট, ১৯৮৩ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ষডাক ১৪৲

স্কুল পরিদর্শককে নিয়ে শিক্ষকেরা নাজেহাল, স্কুল বোর্ড অতিষ্ঠ

বিশেষ সংবাদদাতা : বহু অভিযোগে অভিযুক্ত এক স্কুল পরিদর্শককে নিয়ে মুরশিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ড অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তাঁর খেয়ালখুশি মত ব্যাপক অনুপস্থিতির ফলে কাজকর্মেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নাজেহাল হচ্ছেন বহু প্রাথমিক শিক্ষক। পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠায় শেষ পর্যন্ত ওই পরিদর্শককে স্কুল বোর্ডের পরামর্শ মত রাজ্য শিক্ষা দপ্তর অন্য জেলায় বদলী করতে বাধ্য হয়েছেন। জেলা স্কুল বোর্ডও 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থায় তাকে ১৪ জুলাই রিলিজ করে দিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে সমস্ত ঘটনা রঘুনাথগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে ডি আই এ ব্যাপারে ও সি'র হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। যাকে নিয়ে এত কাণ্ড তিনি হলেন রঘুনাথগঞ্জ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক সৌমেন মৈত্র। বাড়ি পাশের জেলা মালদহে। অভিযোগ, বছর দেড়েক আগে শ্রীমৈত্র রঘুনাথগঞ্জ সার্কেলে পরিদর্শক হিসাবে কাজে যোগ দেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি মাস দুয়েকও ঠিকমত অফিসে উপস্থিত থাকেননি। অথচ মাসের পর মাস মাইনে পত্তর নিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতির ফলে শিক্ষকেরা হয়রান হয়েছেন। কাজকর্মে অচলাবস্থা কাটাতে স্কুল বোর্ডকেও বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। ডি আই স্বয়ং এ ব্যাপারে তদন্ত করে জেলার অন্য এক স্কুল পরিদর্শক নির্মল গোস্বামীকে রঘুনাথগঞ্জ সার্কেলের কাজকর্ম চালাতে নির্দেশ দেন। কয়েকদিন কাজ চালাবার পর শ্রীগোস্বামী অসুবিধা বোধ করলে সাগরদীঘি সার্কেলের অবর পরিদর্শক দেবেন বাজপেয়ীকে রঘুনাথগঞ্জ সার্কেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। হঠাৎ এ সব খবর পেয়ে সৌমেনবাবু ১ জুলাই রঘুনাথগঞ্জে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সি পি এম ৩০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতা পেলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় ১৯টিতে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার ৫৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে (১টির ফলাফল এখনও মেলেনি) সি পি এম এককভাবে ৩০টিতে ক্ষমতাসীন হয়েছেন। এর পরের স্থান কংগ্রেসের। তাঁদের দখলীকৃত গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৯টি। অন্যান্যদের মধ্যে আর এস পি ৩, এবং নির্দলরা ২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় এসেছেন। ৭ আগষ্টের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের কাজ শেষ করা হয়েছে। এ নিয়ে প্রায় সর্বত্রই ছিল তীব্র উত্তেজনা। ফ্রন্টের দুই শরিক আর এস পি ও সি পি এমের মধ্যে দু একটি এলাকা ছাড়া সর্বত্রই সমঝোতা হয়েছে। এবং সমঝোতা সূত্র অনুযায়ী বহু ক্ষেত্রেই সি পি এম প্রধান এবং আর এস পি উপ-প্রধান পদ পেয়েছেন। ব্যতিক্রম ঘটেছে সামসেরগঞ্জ ব্লকের নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেখানে ২১টি আসনের মধ্যে সি পি এম ১০, আর এস পি ৫, কংগ্রেস ৫ এবং নির্দলরা ১টি আসনে জয়ী হয়। বোর্ড গঠনের সময় কংগ্রেস ও আর এস পি যৌথভাবে সমর্থন করে নির্দল প্রার্থী হুমায়ুন চৌধুরীকে প্রধান এবং আর এস পি'র চিত্তরঞ্জন হালদারকে উপ প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করেন। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুরে সি পি এম গরিষ্ঠতা পেয়েও বোর্ড গঠন করতে পারেননি। সেখানে সি পি এম সমর্থিত ২ জন নির্দল সদস্যকে নিয়ে লটারীর মাধ্যমে বোর্ড গঠন করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন নির্দল সদস্য মহঃ হাবিবুল্লা। ওই গ্রাম-পঞ্চায়েতে অবশ্য লটারীর মাধ্যমে উপ-প্রধানও নির্বাচিত হয়েছেন সি পি এমের নির্মল মুনিয়া। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ওই ব্লকের দফরপুর পঞ্চায়েতেও। সেখানে আর এস পি — সি পি এম জোট এবং কংগ্রেস উভয় তরফেই ৭ জন করে সদস্য থাকায় লটারীর মাধ্যমে বোর্ড তৈরী হয়। ওই বোর্ডে প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেসের গোলাম পাঞ্জাতন এবং উপ-প্রধান সি পি এমের নুরুল হক। সাগরদীঘির মোরগ্রামে এক কংগ্রেস সদস্য সি পি এমের সঙ্গে হাত মেলান। একইভাবে দলবদল করেন বালিয়ার অরুণ দাস। এবারে বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল এককভাবে আর এস পির ব্যর্থতা। তারা মাত্র ৩টি প্রধান পদ অর্জন করতে পেরেছেন। অন্য শরিকরা কেউই বোর্ড গঠনে এককভাবে তো নয়ই, যৌথ-

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সমিতি গঠনে শুরু হল 'দল ভাঙ্গনের খেলা'

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন সম্পূর্ণ হতে না হতেই মহকুমার ৭টি পঞ্চায়েত সমিতিতে ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। মোটামুটিভাবে যে রাজনৈতিক চিত্র মিলেছে তাতে, সি পি এম এককভাবে বা আর এস পি'র সমর্থন নিয়ে সাগরদীঘি, ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ এবং সুতী-২ ব্লকগুলিতে ক্ষমতায় আসবেন। রঘুনাথগঞ্জ-২ এবং সুতী-১ ব্লকগুলি এবার ক'গ্রেসের দখলে যাচ্ছে। গতবারে এ দুটির প্রথমটি ছিল সি পি এমের দখলে এবং অন্যটি আর এস পি'র। একমাত্র রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকে কোন দল ক্ষমতায় আসছেন তা পুরোপুরি অনিশ্চিত। যতদূর খবর তাতে কংগ্রেস (একজন নির্দলসহ) এবং ফ্রন্ট উভয় তরফেই সদস্য সংখ্যা বর্তমানে সমান সমান হয়ে রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনে নির্বাচিত সদস্যরা ছাড়াও এলাকাভুক্ত এম এল এ, এম পি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানেরা ও ভোট দিবার অধিকারী। সেই হিসেবে সাকুল্যে ফরাক্কায় ৩৬ জন সদস্যের মধ্যে সি পি এম ২৬, কংগ্রেস ৯, আর এস পি ১ জনের সমর্থন পাচ্ছেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সিপিএম এম পি'র হার স্বদলীয় প্রার্থীর কাছে

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি নির্বাচন নিয়ে মঙ্গলবার একটি অভিনব ঘটনা সকলকে হতবাক করেছে। ওই সভাপতি পদের জন্য সি পি এম সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীনের সঙ্গে স্থানীয় সি পি এম মনোনীত সদস্য হরিলাল দাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এবং শেষ পর্যন্ত ৭-৪ ভোটের ব্যবধানে শ্রীদাস জয়ী হন। হরিলালবাবু গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন না। তাকে ওই দিনই 'কো-অপট' করিয়ে ১৩ সদস্যের গভর্নিং বডির সদস্য সংখ্যা ১৪ করা হয়। জানা গেছে, বামফ্রন্ট কেন্দ্রীয়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এসমা সত্ত্বেও আন্দোলন, সামিল কংগ্রেসও

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের 'এসমা' জারী সত্ত্বেও ফরাক্কা ব্যারেজে প্রায় ৪ হাজার কর্মচারী ৪ আগষ্ট থেকে ৩ দিন পেন ও টুল ডাউন আন্দোলন কর্মসূচী পালন করেছেন। ওই ৩ দিন কর্মচারীরা অফিসগুলিতে উপস্থিত থেকে কোন রকম কাজকর্ম করেননি বলে জানা গেছে। ১৫ শতাংশ প্রকল্প ভাতা চাকরীর স্থায়ীকরণ, বিদ্যুতের মূল্য ছাড়ের দাবীতে বাম ও ডানপন্থী ৯টি ট্রেড ইউনিয়ন এই আন্দোলনের ডাক দেন। ওই ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন দুটিও অংশ নেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ১ আগষ্ট থেকে জারী করা হলেও অবশ্য 'এসমা' প্রয়োগ করা হয়নি কারও উপরই। জানা গেছে, আন্দোলনকারীরা দাবী আদায়ের জন্য পরবর্তীতে ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত নেবেন। এবং কয়েক দিনের মধ্যেই এ সম্পর্কে কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯০ সাল

ভাঙ্গন

গঙ্গার ভাঙ্গনের ফলে এই মহকুমার বহু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। রেলপথও বিপন্ন হইতে পারে। গঙ্গার খামখেয়ালিপনায় ইতিপূর্বে মহকুমার ধুলিয়ান এলাকা, ভাগীরথী পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল প্রভৃতি স্থানের অনেক গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। জঙ্গিপুর শহরের অতি সন্নিকটে পদ্মানদী। আবার নূতন করিয়া সাঁকোপাড়া, নড়ানপাড়া, মিঠিপুর, সিতাগাছি প্রভৃতি গ্রামগুলি ভাঙ্গনের মুখে পড়িয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, ওই সব গ্রামের বহু পরিবার অন্যত্র চলিয়া যাইবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। এতদিনের বাস্তুভিটা ছাড়িতে সকলে বাধ্য হইতেছেন। সংশ্লিষ্ট এলাকা দিয়া ট্রেনও দ্রুতবেগে চালান যায় না। গঙ্গানদীর ভাঙ্গন রোধ না করা হইলে রেললাইন বিপজ্জনক অবস্থায় পড়িবে। মহেশপুর গ্রামের কাছে পূর্বনির্মিত দুইটি স্পার নিশ্চিহ্ন। জঙ্গিপুর বাঁধ ক্রমশঃ বিপদের মুখে পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

এমত অবস্থায় অবিলম্বে গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ করা প্রয়োজন। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। গঙ্গার দুর্বার গতি এবং ক্ষতি করিবার শক্তি ও পরিমাণ কাহারও অবিদিত নাই। ধুলিয়ানের বিরাট অংশ বহুদিন পূর্বেই মুছিয়া গিয়াছে। সেখানকার সমৃদ্ধ জনপদ আজ আর নাই। এখন যাহা আছে, তাহা ধুলিয়ানের স্মৃতি মাত্র। নিমতিতা অঞ্চলের বহু স্থান চলিয়া গিয়াছে। আবার জঙ্গিপুর শহর সন্নিহিত গ্রামগুলি এবং লালগোলা অঞ্চলের বহু গ্রাম দীর্ঘদিন পূর্বেই পদ্মানদীর করাল গ্রাসে পড়িয়া শেষ হইয়াছে। জঙ্গিপুর শহরের বিপদ যথেষ্ট। কেন না, এখান হইতে পদ্মানদী অতি সন্নিকট।

সুতরাং শহর তথা উল্লেখিত গ্রামগুলি রক্ষা করার আশু প্রয়োজন। জরুরী ভিত্তিতে ইহার সম্বন্ধে ভাবিতে হইবে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া অবিলম্বে ভাঙ্গন প্রতিরোধে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার আয়োজন করুন—মহকুমার প্রায় বিপন্ন মানুষের ইহাই নিবেদন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পুরকর্মী নিয়োগ প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকার ২৭ জুলাই সংখ্যায় 'জলট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ কাজ শুরু, শেষ ৮৫তে' শিরোনামে জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতির যে বক্তব্য ছাপা হইয়াছে তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ১২ জন ঘাট কর্ম্মচারীকে লইয়া যে শ্রম বিরোধ পুরসভার সঙ্গে শ্রমিকদের চলিতেছে তাহা মীমাংসার জন্য পুরপতি কখনও কোন চেষ্টা করেন নাই বা কোন প্রস্তাবও কখনও দেন নাই। শ্রম ট্রাইবুনালে আমরা জিতিয়াছি। পুর কর্তৃপক্ষ ইহার বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন জানিলাম। শ্রমিক দরদী দলের এ ধরনের শ্রমিক বিরোধ আচারণ কি সমর্থন যোগ্য? আমরা বার বার পুরপতির নিকট গিয়াছি এবং লিখিতভাবেও আমাদের রায়ের দাবী জানাইয়াছি, তাহার কোন উত্তর আমরা অদ্যাবধি পাই নাই। আর কেনই বা এই বিভ্রান্তিকর মিথ্যা ভাষণ। আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করিতেছি।

১২ জন ঘাট কর্ম্মচারীর পক্ষে—
হাবলভূষণ রায়
জঙ্গিপুর

গুলি নয় ছ-র-রা

হুতুম

চাকরী করে যেই হয় সে চাকর
হিন্দিতে কহে যারে নোকরী নোকর॥
Service করে যেই সেই Servant
তবু নিজে ভাবে সে যে কত Decent
মাস মাহিনারে সবে কহে Salary
Valueless, হোক কেন দশ হাজারই
Value বাড়ে তার যদি থাকে উপরি
নিতু নিতু হয় যদি Pocket ভারি॥
কন্যার পিতা নাহি খোঁজে কত Pay
খোঁজে হেসে দেঁতো হাসি হেঁ হেঁ হেঁ॥
Right না খোঁজে তারা দেখে বাম হাত
না হলে সেথায় কেহ না পাতেন পাত॥
Honesty, Honest শুধু কিতাবের
কথা
সে কথা শুনিতে আছে কার মাথা
ব্যথা।
হয়ে সৎ ফেরো যদি খালি হাতে বাড়ি
ফিরাইয়া লবে মুখ প্রিয়তমা নারী॥
অফিসে থানায় কিবা যাও কাছারী
জলদি পাইতে কাজ ছাড়ো উপরি॥
যদি তুমি পেতে চাও কাজ ত্বরা ক'রে
ঝট্ করে দাও কিছু বাম হাতে ধরে॥
ঘুঁষ দেওয়া, ঘুঁষ নেওয়া একই offence
এই Act মানে তারা যারা Nonsense
বোকারাই মেনে চলে আইনের clause
বুদ্ধিমানে দেখে হাসে ভাবে তারে অজ
দা'ঠাকুর লিখে গেছেন সঠিক যেছড়া
'বুদ্ধিমানে চুরি করে বোকায় পড়ে ধরা'
বুদ্ধিমান কভু নাহি করে সেই ভুল
সুযোগ ছাড়িয়া কভু বনে নাকো
fool॥

বাজে কথা

আবদুর রাকিব

আমার এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সেদিন হাটের পথে দেখা। প্রাথমিক কুশল সম্ভাষণে না গিয়ে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার অসাধারণ মেধা ও কীর্তির কথা বলে সামান্য দম নিলেন। আমি এই দুঃসময়ে একটি পরিবারের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো পেয়ে দীপিত হয়ে উঠলাম।

তখন তিনি আবার মুখর হলেন। বললেন, 'ছেলে ইংরেজীর জাহাজ আর ভাই অঙ্কের ষ্টিমার হলে কি হবে, ওরা বাংলাটা বোঝে কম।' এই বার তিনি পথে এসেছেন। আমি আশ্বস্ত হলাম। বাংলা বিষয়টির ওপর তাঁর বড় দখল আমি জানি। আমাকে বোধ হয় তিনি সমঝদার ভাবেন। তাই দেখা হলেই সাহিত্য প্রসঙ্গে কথা বলেন। অনর্গল মাইকেল, নজরুল, শরৎচন্দ্র কিংবা সুকান্ত বলে যান। এক একদিন দেখেছি, উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে তিনি কি কঠিন পরিশ্রম করছেন। 'হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' বলে তিনি হয়ত আটকা পড়েছেন। তখন, 'দুস্ শালা' বলে কপাল কুঁচকে, ভুরু বাঁকিয়ে ঠোঁট কামড়ে, মাথার চুল টেনে, জিভ আর তালুর সাহায্যে নানা দুর্বোধ্য, অস্ফুট ধ্বনিপুঞ্জ সৃষ্টি করে তিনি কি কঠিন আত্মপীড়নে লিপ্ত হতেন, আমি দেখেছি। শেষ পর্যন্ত, যা-মুখে অ সে, আউড়ে দিয়ে সুস্থ হয়েছেন।

বলাবাহুল্য তাঁর সঙ্কটাবসানে আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছি। একটা কথা তিনি প্রায় বলেন: 'আমার ডিগ্রী নেই বটে (শিক্ষামান নবম শ্রেণী পর্যন্ত) তবে বাংলায় আমার কাছে বি-এ, এম-এরাও ঘাস কাটে।' আমি সেই শিক্ষিত ঘাসুড়েদের কথা ভেবে শিউরে উঠি। কেন না, আমি নিজেও একজন তৃণ-কর্তনকারী স্নাতক। সেই তিনি! অনেকদিন পরে দেখা। এতদিনে তিনি অবশ্যই আরও দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছেন। ভয়ে আমি প্রায় সিঁটিয়ে চলছি। বুদ্ধিমানের মত মুখ খুলছি না। তিনি বললেন ওরা বাংলা জানে না, তা নয়। বানান টানান বেশ লেখে। আমি ভাই বানানের ধার ধারি না। ব্যাকরণকে কুলী-মজুরই মনে করি। তার প্রভুত্ব মানি না। যাক গে, যা বলছিলাম, আসলে ওদের পড়াশোনা কম। খোঁজ নিয়ে দেখ, তারাশঙ্করের 'পথের পাঁচালী'ও ওরা পড়েনি।'

আমি চঁ চঁ করে বলি, 'বইখানি বুঝি বিভূতিভূষণের'—

আমার কথা গ্রাহ্য না করে তিনি বলে চলেন, 'তারপর ধর, 'চরিত্রহীনে'র সুরেশ যে অচলার আঁচল ধরে টানল, তার তাৎপর্যটা—আসলে সাহিত্যটা তলিয়ে বোঝার জিনিস।'

আমি বলি, 'আপনি বোধ হয় সতীশ আর সাবিত্রীর কথা বলছেন?'

'সে যাই হোক। এ সব বিশ্লেষণ না করলে কি আর সাহিত্য বোঝা যায়?'

'না।' আমার উত্তরকে এর চেয়ে আর সংক্ষিপ্ত করা গেল না।

তিনি খুশী হয়ে সাহিত্যতত্ত্বের রকমারি ফুল ফোটালেন। আর আমি তার নির্যাস টেনে টেনে তাইত, নিশ্চয়, ঠিক কথা, বটেই ত, অবশ্যই—এই ধরনের পাপড়ি ছড়িয়ে পথ চলতে লাগলাম। কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা হল না। আচমকা তিনি একটি বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসলেন। বললেন, 'তুমি এখন কত বেতন পাও?'

আমি হকচকিয়ে সামনের দিকে তাকালাম। হাটে পৌঁছাতে এখনও কিছু সময় দরকার। বেতনটা বললাম।

'তোমার চাকরী করা ক'বছর হল?'

'বছর পনের হবে।'

'এতদিন চাকরী করে কি করলে?'

এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না। তাই অপ্রস্তুতের হাসি হাসলাম। উনি বোধ হয় বুঝলেন ক্ষুদ্র একটি অশ্বডিম্ব ছাড়া আমি অন্য কিছু প্রসব করতে পারিনি। মনে হল, আমার জন্যে তিনি যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছেন। তাই গভীর সমবেদনার সুরে জানালেন 'আমার ঐ ভাইটা না? ইলেকট্রিকে চাকরী। বড় জোর বছর পাঁচেক হবে। এর মধ্যে একতলা বাড়ি হয়েছে। দু'তলার প্রস্তুতিও প্রায় শেষ। লরী লরী ইট আসছে, লোহা আসছে, সিমেন্ট আসছে।'

'বাঃ! আলাদীনের প্রদীপটা পেয়ে গেছেন দেখছি।'

'আর চাকরীও বড় আরামের। প্রথম দু'বছর ত বসেই কাটল। এখন শুধু অফিসে যাওয়া আর আসা।'

'শুধু স্রোতে ভাসা।'

'হ্যাঁ, আর মাছি তাড়ান। সব সময় মাছি ভন্ ভন্ করছে। কারুর স্যালোতে কানেক্শন্ চাই, কারুর বাড়িতে, কারুর কলে, কারুর দোকানে। ইলেকট্রিকের কানেকশনের জন্যে সব হন্যে হয়ে টাকার বাণ্ডিল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এক কাপ চা

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিদায় অভিনন্দন সভা

অরঙ্গাবাদ : গত ২৯-৭-৮৩ সুতী চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পুলিনবিহারী বিশ্বাসকে ঐ চক্রের প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এক আবেগময় বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ঐ সভা অনুষ্ঠিত হয় দহরপাড় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে বিশ্বনাথ ঘটক ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন

অরঙ্গাবাদ : গত ৪-৮-৮৩ অরঙ্গাবাদ দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে এই প্রথম একজন ছাত্র প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হলেন। সরাসরি প্রতিযোগিতায় মোঃ পিয়ারজাহান সেখ নির্বাচিত হয়েছেন।

বাজে কথা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

গিলবে সুস্থ হয়ে, তার উপায় নেই। তার ওপর বেতন আর ভাতার ক্যাঙারু লাফ ত আছেই। তার ওপর—'

'তার ওপরেও আছে?'

'আছে মানে?' তিনি প্রথমত চটে উঠলেন। তারপর আমার অজ্ঞতাকে ক্ষমা করে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'বিভিন্ন দপ্তরে ওদের লোক আছে। এক্সচেঞ্জের জানালা থেকে ইন্টার-ভিউয়ের টেবিল পর্যন্ত। বিরাট চেন। বুঝলে? পাঁচ হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার—যেমন চাকরী, তেমনি তার ফী। মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে ওরা চাকরী পাইয়ে দেয়। আমার ছেলেটার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে, খুব সম্ভব এই মাসেই।'

'দারুণ ব্যাপার ত!' আমার ধাতব দুটি ঠোঁট চিরে কথাগুলি বেরিয়ে আসে।

আমরা এই বার হাটে ঢুকে পড়েছি। তিনি ভিড়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। আর আমি সেই জন-কোলাহলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম অঙ্ক বোঝাই একখানি জাহাজ বাঁশী বাজিয়ে, বিজয়-কেতন উড়িয়ে দুঃসময়ের দুস্তর পারাবার পার হয়ে যাচ্ছে।

পঞ্চায়েত ভবন উদ্বোধন

গত ২৮-৭-৮৩ হারুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নূতন ভবনটি নয়াগ্রামে সুতী ১নং ব্লকের বি ডি ও সুকুমার গণাইয়ের সভাপতিত্বে উদ্বোধন হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক পি, এস, ক্যাথিরেশন।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩১-৭-৮৩ স্থানীয় এস ডি ও কোর্ট ময়দানে বিবেকানন্দ ক্লাব পরিচালিত ছোটদের একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অমরজ্যোতি ক্লাব ১—০ গোলে পরাজিত করে উক্ত প্রতিযোগিতার সম্মান অর্জন করেন।

ফরাক্কা : ব্যারেজ ময়দানে ইণ্টার ব্যারেজ অফিস লেগ-কাম-নক-আউট ফুটবল টুরনামেণ্টের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা গত ৩০-৬-৮৩ অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত টুরনামেণ্টে ব্যারেজের হেড-ওয়ার্কস রিক্রিয়েশন ক্লাব ইরিগেশন রিক্রিয়েশন ক্লাবকে পরাজিত করে।

কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

হিন্দুস্থান সার সংস্থার সার সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা বিভাগ বহরমপুর কর্তৃক নবগ্রাম থানার গোপগ্রাম বাস ষ্ট্যাণ্ড সংলগ্ন জীবন্তিতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে সম্প্রতি এক কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। গোপগ্রাম, রাইণ্ডা, আমোতপুর গ্রাম হ'তে ৪২ জন প্রগতিশীল চাষী অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনার প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে ছিল—ক) কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীতা, খ) মাটির নমুনা পরীক্ষার প্রয়োজন য়তা ও নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি, গ) অধিক ফলনশীল ও স্থানীয় জাতের ধান চাষ (বীজ শোধন, বীজতলা তৈরী, চারা রোপণ থেকে পাকা ফসল কাটা পর্য্যন্ত), ঘ) প্রয়োজন ও পরিমাণ মত সেচ, ঙ) পরিমাণ মত ও সময় মত সুষম রাসায়নিক সার প্রয়োগ, চ) চাপানে ইউরিয়া সারের প্রয়োগ পদ্ধতি, ছ) রোগ ও পোকা দমন, জ) তুঁত চাষের পদ্ধতি, ঝ) পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ দেন হিন্দুস্থান সার সংস্থার সহকারী কৃষিবিদ্ মনতোষ ভট্টাচার্য্য, প্রবীণ কৃষিবিদ প্রভাত বসু, কৃষিবিদ নীহার সিন্‌হা ও সহঃ মহকুমা কৃষ আধিকারিক, লালবাগ ননীগোপাল দাস, কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের সহ অধিকর্তা বিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত, বহরমপুরের মহকুমা কৃষি আধিকারিক শক্তিপদ গুঁই। মুরশিদাবাদ জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক দীনেন্দুশেখর পাল, হিন্দুস্থান সার সংস্থার ম্যানেজার সেলস কে, বি, ভৌমিক, ভারত সরকারের ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার হরকিঙ্কর সিংহ।

গোপগ্রাম, রাইণ্ডা, আমোতপুর, শিবপুর ইত্যাদি গ্রামের প্রতিটি জমির মাটি বিনা মূল্যে পরীক্ষা করিয়ে সুষম রাসায়নিক সার প্রয়োগে উৎসাহ দেওয়া হয়। এবং বিভিন্ন ফসল চাষের ও মাটি পরীক্ষার পুস্তিকা বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়।

স্কুল বোর্ড অতিষ্ঠ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছুটে আসেন। এবং অভিযোগ, দেবেনবাবুকে ভয় দেখিয়ে 'চার্জ বুঝে নেওয়া' সংক্রান্ত কাগজে সই করিয়ে নেন। এই সময় সৌমেনবাবুর সঙ্গে দু'জন অচেনা যুবককেও দেখা যায়। বহরমপুরে স্কুল বোর্ডের জনৈক মুখপাত্র জানান, ওই যুবকেরাও দেবেনবাবুকে চাপ দিতে থাকেন এবং প্রকারান্তরে নাকি ভয়ও দেখান। এর পরই ডি আই সব ঘটনা জানতে পেরে রঘুনাথ-গঞ্জে ছুটে আসেন এবং রঘুনাথগঞ্জ সার্কেল অফিসের কর্মীদের দেবেন-বাবুকে দিয়ে যাবতীয় কাগজপত্র সই করাতে নির্দেশ দেন। সেই থেকে রঘুনাথগঞ্জ সার্কেলের কাজকর্ম চালাচ্ছেন দেবেন বাজপেয়ী। শ্রীবাজপেয়ী অবশ্য অফিস সংক্রান্ত এ সব বিষয়ে সংবাদ-পত্রের কাছে কিছু বলতে অস্বীকার করেন। স্কুল বোর্ডের ওই মুখপাত্রটি আরো জানান, সৌমেনবাবুর বিরুদ্ধে বহু প্রাথমিক শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে অফিসে অনুপস্থিতি ও তয়রানির অভিযোগ জানাচ্ছিলেন। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাতেও তাঁর ব্যাপক অফিস কামাই-এর খবর সম্পর্কে স্কুল বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ডি আই এ ব্যাপারে তদন্তের পরই অন্য পরি-দর্শকদের রঘুনাথগঞ্জ সার্কেলের চার্জ 'এ্যাসিউম' করতে নির্দেশ দেন। তা না করা হলে ওই সার্কেলভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের ভোগান্তি বাড়ত এবং মাইনেপত্রও বন্ধ হয়ে যেত। জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দুই নেতার মদতেই নাকি সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের এত সব কীর্তিকলাপ। এ ব্যাপারে ওই সমিতির বহু শিক্ষকও রীতিমত অসন্তুষ্ট। তাঁরা আমাদের জানান, সৌমেনবাবুর ব্যাপক অনুপস্থিতির কথা তো 'ওপেন সিক্রেট'? তাঁদের মতে, সৌমেনবাবু অন্যত্র বদলী হওয়ায় শিক্ষকেরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। এক প্রাথমিক শিক্ষক, যিনি কংগ্রেসের এক প্রভাব-শালী নেতাও বটে, আমাদের কাছে বলেছেন—শ্রীমৈত্রের বিরুদ্ধে বহুদিন থেকেই অভিযোগ উঠেছে। অনেক আগেই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। এদিকে একটি বিশেষ সূত্র থেকে জানা গেছে, অভিযুক্ত পরিদর্শক এর আগেও নাকি একবার আর্থিক লেনদেনের দায়ে সাসপেণ্ড হন। শিক্ষা দপ্তরও তাঁর আচার আচরণে অসন্তুষ্ট। এই খবর লেখার মুহূর্তে জানা গেল, সৌমেন মৈত্র এ সম্পর্কে ২৭ জুলাই কলিকাতা হাইকোর্টে বিচার প্রার্থী হয়েছেন। হাইকোর্ট এ ব্যাপারে 'ষ্টাটাস্‌কো মেনটেন'এর আদেশ দিয়েছেন। সেই আদেশ অনুযায়ী আপাততঃ তাঁকে 'বদলী ও রিলিজ' কার্যকরী থাকছে বলে জানা গেছে।

অধ্যক্ষ নিয়োগ

পশ্চিমবঙ্গ এডুকেশন সারভিস কমিশন জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ পদে অতুলচন্দ্র সরকারকে নিয়োগ করেছেন। শ্রীসরকার বর্তমানে ওই কলেজেই অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২২শে আগষ্ট, ১৯৮৩

মোকর্দ্দমা নং ১ মনি/৮৩

ডিঃ হাজী তামিজুদ্দিন, দেঃ আনেস সেখ, সাং ডাঙ্গাপাড়া দাবি ৩৭৭.৫০ পঃ জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সুতী মৌজে গান্তিরা ১৪২ শতকের জমা ৭৷৷৵৪ তন্মধ্যে ৩১ শতকের কাত হারাহারি ১ টাকা আঃ ২৫০ টাকা খং ৮৪৯ দাগ ১২১৯ রায়ত স্থিতিবান।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা পল্লীর ডায়মণ্ড ক্লাবের সন্নিকটে ১৪ শতক জায়গার উপরে একটি একতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় আছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

প্রশান্ত মুখার্জী

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা।

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

ফ্রি সেলে নন লেভি এ পি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

কংগ্রেস ক্ষমতায় ১৯টিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাবে বোর্ড গড়তেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেননি। জানা গেছে আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে বোর্ড গঠনের নোটিশ জারী করা হয়েছে। নীচে মহকুমার সমস্ত অঞ্চলের প্রধানের নাম দলওয়ারী হিসেবে তুলে দেওয়া হ'ল। সি পি এম দখলীকৃত বোর্ড: জামুয়ার—পরেশ সরকার, রাণীনগর—সুশান্ত দাস, মিঠিপুর—মানস পাণ্ডে, বড় শিমূল—বদরুদ্দিন আহমেদ, কাশিয়াডাঙ্গা—আসরাফ হোসেন, বোথারা ১—সেরাজুল হক, বোথরা ২—নিমাইচন্দ্র রায়, সাগরদীঘি—নন্দগোপাল সিংহ, বাবালা—নিমাইচন্দ্র মণ্ডল, গোবর্ধনডাঙ্গা—নজরুল ইসলাম, পাটকেলডাঙ্গা—কালিদাস চক্রবর্তী, বালিয়া—চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বন্যেশ্বর—এমাজুদ্দিন আলি, মহেশাইল ১—সৌভাগ্য দাস, মহেশাইল ২—ফণীভূষণ দাস, কাশিমনগর—জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, ভাসাইপাইকর—এমদাদুল হক, দোগাছি-নওপাড়া—ডাঃ আর সাদ আলি বিশ্বাস, প্রতাপগঞ্জ—মহঃ আমিরুদ্দিন, গাজীনগর-মালঞ্চা—সাফাতুল্লাহ বোগদাদনগর—শ্রীপতিচরণ সরকার, বেওয়া ১—মীর তারেকুশ ইসলাম, বাহাদুরপুর—লক্ষ্মীচন্দ্র সাহা, বেনিয়াগ্রাম—সুশেন হালদার, ইমাননগর—মনিরুদ্দিন আহাম্মদ, নয়নসুখ—কাওসার সেখ, অর্জুনপুর—আবদুর রহমান, বেওয়া ২—বলরাম ঘোষ।

কংগ্রেস-ই দখলীকৃত গ্রাম পঞ্চায়েত: মনিগ্রাম—নৃসিংহ মণ্ডল, কাবিলপুর—মনিরুদ্দিন সেখ, মোরগ্রাম—কামাখ্যাচরণ মণ্ডল, জরুর—খয়ের হোসেন, দফরপুর—গোলাম পাঞ্জাতন, গিরিয়া—মঞ্জুর বিশ্বাস, সেকেন্দ্রা— আলি হোসেন তেঘরী ১—ফায়জুদ্দিন বিশ্বাস লক্ষ্মীজোলা—জিল্লার রহমান, হাতোয়া—মোজাম্মেল হক, বংশবাটী—উমাপতি মণ্ডল, বহুতালী—সাইদুর রহমান, জগতাই ১—ইব্রাহিম, জগতাই ২—নুর ইসলাম, অরঙ্গাবাদ ১—অমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, অরঙ্গাবাদ ২—মহঃ মসেম আলি, লক্ষ্মীপুর—কাশিমুদ্দন বিশ্বাস, চাচণ্ডা—সাহজাহান, কাঞ্চনতলা—রাইশুদ্দিন আহম্মেদ, মহাদেবনগর—আজিজুর রহমান, মহেশপুর—নরেন্দ্র নাথ।

আর এস পি দখল করেছেন: কানুপুর—রাধাগোবিন্দ মণ্ডল, বাজিতপুর—সেতাবুদ্দন বিশ্বাস, আহিরণ—মুর্তুজ সেখ।

নির্দলীয় দখলীকৃত গ্রাম পঞ্চায়েত: মির্জাপুর—সৈয়দ হাবিবুল্লা, নিমতিতা—হুমায়ুন চৌধুরী। সামসেরগঞ্জ ব্লকের তিনপাকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলাফল এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

স্বদলীয় প্রার্থীর কাছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমিটি এম পি জয়নাল আবেদীনকে গভর্নিং বডির সভাপতি নির্বাচনের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশমত উপাচার্য্য মনোনীত সদস্য সি পি আই নেতা বিষাণ গুপ্ত (জিয়াগঞ্জ শ্রীপত সিং কলেজ) শ্রীআবেদীনের নাম প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে হরিলাল দাসের নাম উত্থাপন করেন কানাইলাল সিংহ। কানাইবাবুকে সমর্থন করেন অধ্যাপক সদস্য বিমলেন্দু দে। শেষোক্ত প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানান সি পি এম সম্পাদক মৃগাংক ভট্টাচার্য্য। সেই মত হরিলালবাবু সভাপতি নির্বাচিত হন। বিষাণবাবু এ সব দেখে বিস্মিত হয়ে সভা শেষে ফিরে যান। এদিকে গভর্নিং বডির সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত সভা ডাকার ব্যাপারে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের আচরণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কলেজেরই জনকয় অধ্যাপক। এই সভা ডাকার নোটিশ দেওয়া হয় শুক্রবার। নিয়মমত ৭ দিন আগে এই সভা ডাকতে হবে। কিন্তু তা ডাকা হয়নি। অল্প সময়ের ব্যবধানে সভা ডাকার ফলে কয়েকজন সদস্যের কাছে অধ্যক্ষের চিঠিও পৌঁছায়নি বলে জানা গেছে। চিঠি না পেয়েই বিষাণবাবু সভায় হাজির হন অন্যের কাছে খবর পেয়ে। কলেজকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় ঘটনা শিক্ষাবিদ্ মহলকে বিস্মিত করেছে।

দল ভাঙানোর খেলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যান্য পঞ্চায়েত সমিতিতে রাজনৈতিক চিত্র হল এই রকম: সামসেরগঞ্জ: মোট সদস্য ৩৭, সি পি এম ২৫, কংগ্রেস ১০, নির্দল ১, আর এস পি ১ (নির্দল এবং আর এস পি এখানে কংগ্রেসকে সমর্থন করছেন)

সাগরদীঘি: মোট সদস্য ৫১, সি পি এম ৩৮, কংগ্রেস ১৩

সুতী ২: মোট সদস্য ৩৮, সি পি এম ১৬, কংগ্রেস ১৬, আর এস পি ৬। রঘুনাথগঞ্জ ২: মোট সদস্য ৩৮, সি পি এম ১৭, কংগ্রেস ২০, আর এস পি ১

সুতী ১: মোট সদস্য ২৭, সি পি এম ৫, আর এস পি ৩, কংগ্রেস ১৮, নির্দল ১। রঘুনাথগঞ্জ ১: মোট সদস্য ২৮, সি পি এম ১০, আর এস পি ৫, কংগ্রেস ১২, নির্দল ১ (সি পি এমের ১ জন এবং নির্দল এখানে কংগ্রেসকে সমর্থন করছেন)

বোর্ড গঠন নিয়ে তীব্র উত্তেজনা রয়েছে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকে। সেখানে ১৮ আগষ্ট নির্বাচন হওয়ার কথা। ওই দিন নির্বাচন কেন্দ্রে গোলমালের আশঙ্কায় পুলিশী ব্যবস্থা কঠোর করার জন্য সরকারীভাবে স্থানীয় থানাকে বলা হয়েছে।

রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে উন্নয়নমূলক কাজ

মহকুমার তথ্য দপ্তর সূত্রে জানা যায় রঘুনাথগঞ্জ ১নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করণের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে বর্তমানে নিম্নোক্ত রাস্তগুলির উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় সন্ন্যাসীডাঙ্গা হ'তে মণ্ডলপুর ভায়া বীরথঘা গ্রাম, যার দূরত্ব প্রায় ২'৫ কিমি। ৩৪নং জাতীয় সড়ক থেকে বাঘা গ্রাম ভায়া ঘোড়শালা পর্যন্ত, যার দূরত্ব ১'৫ কিমি এবং রাজানগর পাকারাস্তা হ'তে রাণীনগর (পশ্চিম) পর্যন্ত, যার দূরত্ব ২ কিমি। উপরোক্ত রাস্তাসমূহে মাটিসহ ভালভাবে মোরাম ফেলার জন্য যথাক্রমে ৬৩,০০০ টাকা, ৩৫,০০০ টাকা এবং ৫৩,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ ছাড়া এই প্রকল্পে আরও অনেক ছোট ছোট মেরামতি কাজও করা হয়েছে।

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।

এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন: ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।